

মা কে মনে পড়ে

নার্গিস আক্তার বানু

আমার আন্ধার শিক্ষকতা জীবনে বেশীরভাগ বছরে তিনি একটি খেতাবে ভূষিত হতেন, আর তা হল - ‘সংসার ত্যাগী, শিক্ষক বৈরাগী’। আশা করি বুঝতে কারোর অসুবিধা হচ্ছে না যে সংসারের সিংহভাগ কাজকর্ম কে করতেন। আর আন্মা কিভাবে যে এতকাজ হাসিমুখে বিরামহীনভাবে করতেন, তা এখন এই প্রবাসে বসে প্রায়শই ভাবি। সন্তানের জন্য মায়ের স্বার্থহীন শ্রম ও অগাধ ভালবাসার বিশালতা ও গভীরতা নিজের সন্তান না থাকলে কেউ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে কিনা জানি না। আমার মনে পড়ে, প্রবাসে পাড়ি জমানোর পর প্রথমবার যখন বাংলাদেশে গেলাম, সবার সাথে আমার আন্মাও এয়ারপোর্টে এসে হাজির। শত মানুষের ভীড় পাশ কাটিয়ে নিজেকে সামলিয়ে অবশেষে যখন এয়ারপোর্টের বাইরে এসে কোনমতে আমার ভাইয়ের ইশারামত একটি গাড়ীতে উঠে বসলাম, আন্মাকে দেখি অন্য একটি গাড়ি থেকে সব মানুষজন ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আর তা দেখে আমার ভাইতো রেগে আঙুন, বললো - ‘আপনাকে না বলেছি গাড়ি থেকে নামবেন না?’ আমার আন্মা সেটি আদৌ শুনেছিলেন কিনা জানিনা। তবে শুধু মাত্র আমাকে ছুঁয়ার উনার যে আকুল মিনতি আজও আমার মানসপটে স্পষ্ট হয়ে আছে। আজও মনে আছে, উনি বলছিলেন - ‘তোকে শুধু একটু ধরতে চাই’, বলেই তিনি আমাকে ঠিক ছোট মেয়েটির মত আগলে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলেন সব মানুষজনের সামনে। আমার ভাইয়েরা লজ্জায় ক্ষেপে গিয়ে উনাকে গাড়ীতে উঠে বসতে বললেন। আমার আন্মা অন্য গাড়ীতে না উঠে আমার পাশেই বসলেন আর হাজারো প্রশ্ন করে চললেন। আন্মার সেই হাতছানিটাকে আজ আমি বড় মিস্ করি।

সময় বয়ে চলে আপন গতিতে। আন্মা যতদিন সুস্থ ছিলেন, প্রতি সপ্তাহে না পারি, প্রতি দুসপ্তাহে একবার উনার সাথে কথা না বললে অস্থির হয়ে যেতেন। আমার আন্মা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দুরি ও কর্মঠ একজন মহিলা। যিনি এতগুলো সন্তানের দেখাশুনা মূলত একাই করেছেন। আমার আন্মাকে কোনদিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখিনি। গত ২০০২ সালের মে মাসেই এক ভয়াবহ স্ট্রোকের ফলে স্মরণশক্তি হারিয়ে সেই আন্মা আমার এখন নির্বাক। শুনেছি সেই বলিষ্ঠ সুঠাম দেহটি আর নেই। ক্রমশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ছেন। প্রতি বছর মে মাসে এখানকার সবাই যখন Mother's Day নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, আমার তখন আন্মার জন্য ভীষন খারাপ লাগে। নিজের অজান্তেই একটি অপরাধবোধ কাজ করে আমার মনে। মনে হয়, আমি একটা স্বার্থপর সন্তান। নিজের সুখ-শান্তির অন্বেষণে পাড়ি জমিয়েছি এই সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে। নয় মাস গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে কত আদর যত্নে তিল তিল করে বড় করেছেন তিনি। আমাদের কত

যত্ননা সহ্য করেছেন। অথচ উনার মুখে কোনদিন কোন ক্লান্তি কিংবা বিরক্তি ফুটে উঠেনি। বিপরীতে এতগুলো সন্তানদের মা হতে পেরে তিনি যেন ছিলেন গর্বিত নারী, মহারাণী।

বাংলাদেশে থাকতে Mother's Day-র কথা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। এখানে এসে প্রথম যখন Mother's Day-র কথা শুনি, আমাদের অনেককে এই নিয়ে অনেক ব্যংগাত্মক কথা বলতে শুনেছি। যেমন ধরুন - আমরা আমাদের মা-বাবার সাথেই থাকি। তাই আমাদের আর বিশেষ দিবসে উনাদেরকে মনে করতে হয়না। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, মা-বাবার সাথে থাকলেই কি উনাদেরকে স্মরণ করা বা উনাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার গুরুদায়িত্ব পালন হয়ে গেল? কোনদিন কি জানতে চেয়েছি উনার পছন্দের খাবার কি, উনার সখ কি? কি করতে উনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন? কোনদিন কি সেটি পূরন করার জন্য কিছু করেছি? অসুস্থ হলে ঔষদ কিনে দেয়া, পরনের পরিধেয় কিনে দেয়া আর তিন বেলা খাবারের নিশ্চয়তা প্রদান করার মাঝেই সবকিছু পাওয়া/দেয়া হয়ে যায় না। একটি মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি মনের চাহিদার গুরুত্বও অপরিসীমা। আন্মা যখন কাছে ছিলেন, সেটি তখন তেমন উপলব্ধি করিনি। আর তাইতো মনে হচ্ছে, দেশে থাকতে যদি Mother's Day পালিত হতে দেখতে পেতাম, বছরের একটি দিন হয়তো আন্মাকে বিশেষভাবে খুশী করতে পারতাম। Mother's Day-তে মা-কে আনন্দ, খুশী, সুখী ও গর্বিত করার মাঝে মায়ের প্রতি সন্তানের ঋণের বোঝা কমানোর একটি বিশেষ দিক নিহিত আছে। আজকের এই 'মা-দিবসে' দূর থেকে আমি আমার আন্মার সুস্থতা কামনা করছি। আমার এই মহারাণী গর্বধারিনী মা যেন চিরদিনই আমাদের মধ্যমনি - রাণী হয়ে থাকেন। আন্মা আপনার প্রতি রইল আমার শতকোটি সালাম।

এই লেখাটি Mother's Day উপলক্ষে আমার আন্মার স্মরণে উৎসর্গিত করা হল। ১৪ মে ২০০৬, সিডনী।